AQA

Please write clearly in block capitals.

Centre number | | | | | | Candidate number | | | | |

Surname _____

Forename(s) _____

Candidate signature _____

I declare this is my own work.

A-level
BENGALI

Paper 1 Reading and Writing

Monday 20 May 2024 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

Instructions
- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions in Section A and **one** question in Section B.
- You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- If you need extra space for your answer(s), use the lined pages at the end of this book. Write the question number against your answer(s).
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information
- The marks for questions are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 85.
- You must **not** use a dictionary.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when marks are awarded.
- In the summary question you should write no more than 90 words. You should write in full sentences, using your own words as far as possible.
- This paper is divided into two sections:
  Section A Reading and Translation 45 marks
  Section B Writing (Research Project) 40 marks

Advice
- You are advised to allocate your time as follows:
  Reading and Translation 1 hour 15 minutes approximately
  Writing (Research Project) 1 hour 15 minutes approximately

For Examiner's Use	
Question	Mark
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
TOTAL	

Do not write outside the box

Section A

Reading and Translation

Answer **all** questions in the spaces provided.

0 1 **দত্তা**

একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "দত্তা" উপন্যাসের অংশবিশেষ তুমি পড়ছো।

বাল্যবন্ধু জগদীশের মৃত্যুর পর জমিদার বনমালীও পরলোকগমন করেন। তাঁরই একমাত্র সুশিক্ষিতা তরুণী কন্যা বিজয়া কলকাতা থেকে দেশে তাঁদের জমিদার বাড়িতে বাস করার জন্য আসছে। তাই বহুকাল পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িটি ম্যানেজার রাসবিহারীর ছেলে বিলাসের তত্ত্বাবধানে মেরামত ও নতুন আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো হলো। জমিদার কন্যার প্রত্যাবর্তনের সংবাদে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হলো। এমনিতেই ম্যানেজার রাসবিহারীর অত্যাচার ও দাপটে গ্রামবাসীদের দুঃখের সীমা ছিলো না।

অবশেষে হুগলী স্টেশন থেকে খোলা গাড়িতে চড়ে বিজয়া শত গ্রামবাসীর কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখান দিয়ে তার পৈত্রিক বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। এসেই বিজয়া বুঝতে পারে জমিদারী দেখাশোনার নামে রাসবিহারী ও তার ছেলে বিলাসের অত্যাচারের কথা।

পাঁচ-ছয় দিন পর এক সকালে বিজয়া চা পান করতে করতে বিলাসের সাথে বসার ঘরে বসে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কথাবার্তা বলছিলো। এমন সময় বাড়ির চাকর এসে জানালো যে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

বিজয়া বললো, "এখানে নিয়ে এসো।"

কতোক্ষণ পর যে ভদ্রলোক চাকরের পেছন পেছন ঘরে প্রবেশ করলো। লোকটির বয়স সম্ভবত পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। লম্বা, শুকনো, ফর্সা, গোঁফ-দাঁড়ি কামানো, গায়ে জামা নেই, শুধু পুরু একটি চাদর জড়ানো। সে আর কেউ নয়, জগদীশের ছেলে ডাক্তার নরেন। বিজয়াকে নমস্কার করে নরেন নিঃসঙ্কোচে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বিজয়ার মুখোমুখি বসে পড়লো। রাসবিহারীর নির্দেশে বিজয়ার অজান্তে গ্রামের বহুদিনের প্রচলিত দুর্গাপূজা বন্ধ করার ঘোষণা দিলে গ্রামশুদ্ধ লোকজনের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যায়। তাই গ্রামের সকলের প্রতিনিধি হয়ে নরেন বিজয়াকে এই নিষেধ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করে। গ্রামের প্রজাদের কথা ভেবে পূজায় অনুমতি দিলেও বিজয়া বিস্মিত হলো যে গ্রামের অন্যান্য প্রজাদের চেয়ে নরেনের আচরণ অনেক ভিন্ন।

এরপর নদীর ধারে মাছ ধরার সময় নরেনের সাথে, সান্ধ্যভ্রমণরতা বিজয়ার হঠাৎ আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই বিজয়া নরেনের গুণের পরিচয় পায়। নরেনের আসল পরিচয় না জেনেই ধীরে ধীরে বিজয়া ও নরেন পরস্পরের গুণমুগ্ধ হয়ে ঘনিষ্ঠ হয়।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 1 . 1 বিজয়া কে?

[1 mark]

0 1 . 2 গ্রামবাসীদের প্রতি ম্যানেজার রাসবিহারীর আচরণ কেমন ছিলো?

[1 mark]

0 1 . 3 বিজয়া বিলাসের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলাপ করার সময় যে লোকটি এসেছিলো তাঁর পরিচয় কী?

[1 mark]

0 1 . 4 চাকরের পেছন পেছন আসা ভদ্রলোকটিকে লেখক কীভাবে বর্ণনা করেছেন? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 1 . 5 বিজয়ার সাথে দেখা করার কী উদ্দেশ্য ছিলো নরেনের?

[1 mark]

0 1 . 6 নদীর ধারে নরেনের সাথে বিজয়ার আলাপের পরিণতি কী হলো?

[2 marks]

8

Do not write outside the box

0 2 **জাতীয় নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) ব্যবহার**

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের সাথে একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার তুমি ব্লগে পড়ছো।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম-এর ব্যবহার সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বিষয়ে সাংবাদিক সোহেল হায়দারের মুখোমুখি হয়ে মত প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হাসান রায়হান।

সোহেল: "আচ্ছা, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারকে যুক্তিসঙ্গত বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। এ নিয়ে কী ভাবছেন আপনি?"

হাসান: "দেখুন, আমাদের দেশে এক সময় জাল ভোট হতো। কোনো কোনো কেন্দ্রে ঝটিকা আঘাত হেনে আধঘণ্টা, এক ঘণ্টার জন্য কেন্দ্রটা দখল করে কয়েক শত ব্যালট পেপার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়া হতো। ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতো। প্রকৃতপক্ষে ইভিএম-এ প্রোগ্রামিং বদল না করে কোনোমতেই ভোট কারচুপি করার সুযোগ নেই। তাই নির্বাচনে নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা আনার ক্ষেত্রে ইভিএম একটি ভালো ব্যবস্থা বলে আমি মনে করি।"

সোহেল: "তাহলে, ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ইভিএম-এর সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতায় আপনি বিশ্বাস করেন?"

হাসান: "একটি মেশিনকে কখনই শতভাগ গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করা উচিত হবে না বলে আমার ধারণা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার নিদারুণ অভাব। ভোটকেন্দ্রে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতি ও নজরদারি, আঙুলের ছাপ না মেলায় ইভিএম-এ ভোট নিতে দেরি হওয়ার মতো বিষয়গুলো আলোচনা সাপেক্ষ। ইভিএম-এ ভোটাধিকার সুরক্ষা নিয়ে তাই রাজনৈতিক মহলে নানান তর্ক-বিতর্ক চলছে।"

সোহেল: "দেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও উন্নয়নে এই ডিজিটাল ইভিএম-এর গুরুত্ব কতোখানি বলে আপনি ভাবছেন?"

হাসান: "আমার মতে বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন ভিন্ন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ইভিএম পূর্বে ব্যবহৃত ইভিএম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর মাধ্যমে ভোটের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া আর কখনই ভোট দেওয়া যায় না। ভোটার আঙুলের ছাপ দিলেই কেবল ইলেকট্রনিক ব্যালট পেপার ভোটদানের জন্য উন্মুক্ত হয়, অন্যথায় নয়। এসব কারণে মেশিনটি দুর্নীতির সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। বিশেষ করে নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইভিএম-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।"

Do not write outside the box

জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম-এর ব্যবহার

সাক্ষাৎকারটি পড়ে যা বুঝেছো সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বাক্যে **বাংলায়** প্রায় ৯০ শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

রাজনীতিবিদের ভাবনায়:

- ভোট গ্রহণে ইভিএম ব্যবহারের কারণ **(দুটি কারণ)** **[2 marks]**
- ইভিএম-এর সার্বিক গ্রহণযোগ্যতায় সংশয় (**দুটি** বিষয়) **[2 marks]**
- দেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনে ইভিএম-এর ইতিবাচক ভূমিকা (**তিনটি** বিষয়) **[3 marks]**

মনে রেখো ! সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ৫ নম্বর রয়েছে। **[5 marks]**

কাজেই যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে।

Do not write outside the box

12

Do not write outside the box

Turn over for the next question

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

0 3 **বাংলাদেশ টেলিভিশনের বর্তমান পরিস্থিতি**

তুমি বাংলা ওয়েবসাইটের ব্লগে বাংলাদেশের টেলিভিশনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পড়ছো।

একটি দেশের টেলিভিশন সে দেশের গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির বাহন। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসাধারণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা টেলিভিশনের ওপর নির্ভরশীল। দেশের অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোর মতো টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদও গণমাধ্যম হিসেবে সমাজ আর রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। আধুনিক সমাজে তাই সক্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হলো টেলিভিশন। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে সমাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এর প্রাথমিক সরকারি পরিকল্পনা, কর্মকাণ্ডের বয়ানও জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া টেলিভিশনের দায়িত্ব।

হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণের অভাবে অনলাইনের বিকাশ ও বিস্তার, ডিজিটাল প্লাটফর্মে লাইভসহ ভিডিও কনটেন্ট ও বিজ্ঞাপন শিল্প-বাণিজ্য বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এতে আর্থিকভাবে তীব্র সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশের টেলিভিশন শিল্প। প্রতিদিনই অপ্রত্যাশিতভাবে কর্মহীন হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। কোনো কোনো চ্যানেল আর্থিক ক্ষতির দোহাই দিয়ে আগাম ঘোষণা ছাড়াই সাংবাদিক ও কর্মী ছাঁটাই করছে। টেলিভিশনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা তরুণদের জন্য তাই এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নাম লিখিয়ে চলেছে অনেক তরুণ তরুণী।

বাংলাদেশে টেলিভিশনের একমাত্র আয়ের উৎস বিজ্ঞাপন। অথচ চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ার ফলে প্রতিযোগিতার কারণে চলছে বিজ্ঞাপনের দরপতন। তাছাড়া আছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আগ্রাসন। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কারণটি হলো কিছু অসৎ গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিদেশি চ্যানেলে বড়ো বড়ো কম্পানির বিজ্ঞাপন পাচার।

এই গণমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি উদ্যোগের আজ বিশেষ প্রয়োজন। টেলিভিশন প্রচার মাধ্যমে এখনও আছে একদল প্রতিভাবান, সফল বা নিবেদিত কর্মী। এসব সম্প্রচার কর্মীদের সঠিক বেতন কাঠামো নির্ধারিত করে টেলিভিশনকে বাঁচাতেই হবে।

নিচের প্রতিটি বাক্যের পাশের বাক্সে লেখো:

স = সত্য

মি = মিথ্যা

? = উল্লেখ নেই

Do not write outside the box

0 3 . 1 দেশের গণতন্ত্রের উন্নয়নে টেলিভিশন বিশেষভাবে সহায়ক।

[1 mark]

0 3 . 2 রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্রের একমাত্র গণমাধ্যম হলো টেলিভিশন।

[1 mark]

0 3 . 3 দেশের বিজ্ঞাপন বিদেশে পাচার হওয়ায় আর্থিক সংকটের সম্মুখীন বাংলাদেশের টেলিভিশন।

[1 mark]

0 3 . 4 কোনো কোনো চ্যানেল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লোকজনকে পেশা নির্বাচনে পরামর্শ দেয়।

[1 mark]

0 3 . 5 কোনো কারণ না দেখিয়ে প্রতিদিন অনেক কর্মী ছাঁটাই চলছে কয়েকটি চ্যানেলে।

[1 mark]

0 3 . 6 আয় বাড়ানোর জন্য দেশি চ্যানেলগুলোতে বিদেশি বিজ্ঞাপনের প্রচার চলছে।

[1 mark]

0 3 . 7 সরকারি উদ্যোগে সংবাদ প্রচার কর্মীদের বেতন কাঠামো তৈরি করা দরকার।

[1 mark]

7

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 4 **মাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা**

বাংলা সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে এই লেখাটি তুমি পড়ছো।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সামাজিক মাধ্যম আমাদের জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। সমাজে পাশাপাশি বসবাস করলে প্রতিনিয়তই আমাদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। সেই কাজটি অত্যন্ত সহজতর করার ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক মাধ্যমের ওয়েবসাইটগুলো যোগাযোগের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হিসেবে দেশে-বিদেশে আমাদের যোগাযোগের দূরত্বকে কম করে দিচ্ছে। তবে এর প্রধান সুবিধা হলো জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং চারপাশে, দেশে-বিদেশে কী ঘটছে, সেগুলো বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাচ্ছে সবাই। বিভিন্ন বিষয়ে মতপ্রকাশ ও আলোচনা করে নিজস্ব পরিচিতি বহনে অনলাইনে সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি ক্ষতিকর দিক হলো অপ্রাপ্তবয়স্করা এর মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন সাইটে ঢুকতে আকৃষ্ট হয়। তবে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও এর আসক্তিতে ঝুঁকে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তারা। লেখাপড়া ও ক্যারিয়ার গড়ার মূল্যবান সময় অপচয় করায় তাদের জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে না, বিঘ্নিত হচ্ছে মেধার বিকাশ। পাশাপাশি ডিজিটাল হয়রানির শিকার হয়ে মানসিকভাবেও তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাম্প্রতিক এক গবেষণায় কতোগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন, সাইবার বুলিং-এর মতো অপরাধ বন্ধ করার নীতিমালা প্রণয়ন করা। তরুণদের জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করা। এর ব্যবহারে তাদের আত্ম-সচেনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে তরুণদের উৎসাহিত করা।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 4 . 1 আধুনিক জীবনে সামাজিক মাধ্যম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন? **দুটি** বিষয় লেখো।

[2 marks]

0 4 . 2 সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের **প্রধান** সুবিধাগুলো কী কী? **দুটি** বিষয় লেখো।

[2 marks]

0 4 . 3 সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার তরুণদের ওপর কী কী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে? **দুটি** বিষয় লেখো।

[2 marks]

0 4 . 4 গবেষকরা তরুণদের সামাজিক মাধ্যমে আসক্তি দূর করার জন্য কী কী সুপারিশ করেছেন? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

8

Do not write outside the box

0 5 **State of tea garden workers**

Read this passage from a Bengali website. Translate the passage into **English**.

বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চা রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে একটি। চা শিল্পে নারী শ্রমিকদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তারা দীর্ঘ সময় শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে খুব কম পারিশ্রমিক পায় এবং চরম দারিদ্র্য ও কষ্টের সাথে জীবনযাপন করে। এসব শ্রমিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অধিকার পাওয়া উচিৎ। তবে দেশের বিভিন্ন এলাকার চা-শ্রমিকদের এসব অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে উদাসীন। বাঙালি সমাজে চা শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের রোজগারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে তাদের কষ্টার্জিত দৈনিক আয় বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। সম্প্রতি, এসব শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে সরকারের কাছে তাদের দাবি জানিয়েছিলো। কিন্তু তাদের দাবী মেনে নেওয়া হয়নি।

[10 marks]

Do not write outside the box

END OF SECTION A

10

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Section B

Writing (Research Project)

Answer the question on the research topic you have studied. You must answer on **one** research topic only.

Either

0 6 **The role of women in Bengali society**

or

0 7 **Child labour in Bengali society**

or

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

or

0 9 **Emergence of Bangladesh**

For each research topic there is a reading passage and an essay title.

Using the information from the reading passage and linking this information to your own research, write an essay in **Bengali** of approximately **300 words**.

The marks are allocated as follows:

10 marks for comprehension of the reading passage
10 marks for quality of language
20 marks for cultural knowledge.

Total: 40 marks

Turn over for Question 6

Do not write outside the box

0 6 **The role of women in Bengali society**

একজন সফল নারী উদ্যোক্তা

আধুনিক বিশ্বে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অংশ নিচ্ছেন বর্তমান প্রজন্মের নারীরা। চেনা গণ্ডির সীমানা ভেঙে বেরিয়ে আসছেন তাঁরা। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অফিস, আদালত, ব্যবসা, প্রতিরক্ষা— প্রতিটি জায়গায় তাদের দীপ্ত পদচারণা। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই নারী আজ অনবদ্য। এদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন উদ্যোক্তা হিসেবে। গতানুগতিক চাকরীর বাইরে এসে নিজের সৃজনশীলতাকে পুঁজি করে ব্যবসায় নেমেছেন, এমন সাহসী নারী একজন কিংবা দুইজন নয়, বরং অসংখ্য। এঁদের মধ্যে একজন সামিনা ফেরদৌসি।

কথায় বলে— যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। সামিনা তেমনই একজন নারী। ছোটোবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন সৃষ্টিশীল কিছু করার। কোথাও কোনো ডিজাইন দেখলে সেটা নিজে তৈরি করার চেষ্টা করতেন। উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর বিয়ের পিঁড়িতে বসে তার পুরোদস্তর সংসারী হয়ে ওঠার কথা ছিলো। কিন্তু সংসার সামলানোর সাথে পরিবারের উৎসাহ এবং নিজের অদম্য ইচ্ছায় তিনি 'রূপসী' নামে একটি বুটিক ও ফ্যাশন হাউজের যাত্রা শুরু করেন। পাশাপাশি শুরু করেন 'রূপসী' টেইলরিং। শুধু হাতের কাজই নয়, ফেব্রিকের ফ্যাশনেবল ড্রেসও তৈরি হয় সেখানে। দশজন টেইলরিং ও এমব্রয়ডারি কারিগর কাজ করেন এই উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানে। এসব কর্মী তাদের কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন আর পাশাপাশি সমৃদ্ধ করছেন দেশকে। বর্তমানে এই উদ্যোক্তার তৈরি পণ্য দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের কাছে তাদের পছন্দের পণ্য সহজেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'রূপসী' নামে একটি ওয়েবসাইটও খোলেন তিনি।

তবে তাঁর মতে, ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি নিজের ব্যবসার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স সহ আরো কিছু বাণিজ্য বিষয়ক কোর্স করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্য মেলাতেও প্রদর্শনী করেছেন। এভাবে সামিনা হয়ে উঠলেন একজন সফল উদ্যোক্তা।

একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বর্তমানে তিনি অ্যাসোসিয়েশন অব ওমেন অন্ট্রোপ্রনিউরশিপের একজন সদস্য। কাজের মাধ্যমে সামিনা নিজের দেশকে বিশ্ব দরবারে নতুন রূপে তুলে ধরতে চান। নতুন রূপে তুলে ধরতে চান।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

"আধুনিক বিশ্বে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অংশ নিচ্ছেন বর্তমান প্রজন্মের নারীরা।"
এই উক্তিটির সাথে তুমি কতোটা একমত? যুক্তি সহকারে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 7 **Child labour in Bengali society**

বাংলাদেশে শিশুশ্রম: কারণ ও করণীয়

স্কুল চলাকালীন চৌদ্দ বছরের নিচে কোনো শিশুকে তার পরিবারের লিখিত অনুমতি ছাড়া উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা হয়। ছোটো-খাটো কল-কারখানা থেকে শুরু করে পাথর ভাঙ্গা, ফেরি করা, ভিক্ষাবৃত্তি করা, বাসা- বাড়িতে কাজ করা, দোকানপাট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদিতে কাজকর্মে যোগ দিলে এদেরকে শিশু শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম চালু থাকার প্রধান কারণ হলো পেটের তাগিদে তাদের কোথাও না কোথাও কাজ করতে হয়। অন্যদিকে, এসব শিশু শ্রমিকদেরকে বয়স্কদের তুলনায় অনেক কম মজুরি দিয়ে নিয়োগকারীরা তাদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগায়। তাছাড়া এদের বেতন ও কাজের সময়ের ওপরও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

এইসব অবহেলিত নিপীড়িত শিশুদের সমস্যা নিয়ে নব্বইয়ের দশকে যে বিশ্ব শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে শিশুদের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্য একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। শিশুশ্রমদের ইতিহাসে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশেও শ্রম সংশোধন আইন ২০১৮-এর খসড়া নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নীতিমালা অনুযায়ী কেউ শিশু শ্রমিক নিয়োগ করলে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। তবে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোররা হালকা কাজ করতে পারবে।

শিশুশ্রম বন্ধে বর্তমান সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শ্রমজীবী প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিশুর জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করা। মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা এবং উপবৃত্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। সর্বোপরি শিশুশ্রম বন্ধে প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুপুরের খাবার চালু বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রাথমিক স্কুলগুলোতে এই পদক্ষেপের ফলে শিশুদের স্কুলে ফেরার প্রবণতা বেড়েছে। বাংলাদেশে শিশুদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মূলধারায় ফিরিয়ে এনে সুশিক্ষা প্রদান করতে হবে। তবেই আজকের শিশুরা আগামী দিনের দেশ ও জাতির নেতৃত্বদানে যোগ্য হবে এবং দেশের অগ্রগতিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম বন্ধ ও শিশু শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো কতোটা সফল হয়েছে? এই পদক্ষেপগুলোকে কার্যকরী করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? - আলোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Do not write outside the box

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

ভোজন-সংস্কৃতির গন্তব্য - বাংলাদেশ

অনাদিকাল থেকেই বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিলো। খাল, নদী বিধৌত এই অঞ্চলের উর্বর মাটি ভালো ফসল চাষ করার জন্য উপযুক্ত ছিলো। তাছাড়া এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, মৃদু আবহাওয়া এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ভারতীয় উপমহাদেশের এই অংশকে বিভিন্ন ধরনের শষ্য, সবজি ও মশলা চাষে সহায়তা করে। তবে ধানই এখানকার প্রধান ফসল। আবার অনেক নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর থাকার কারণে এদেশে প্রচুর মাছ উৎপাদিত হয়। এই কারণে ভাত ও মাছ বাঙালিদের প্রধান খাদ্য। তাই এদেরকে বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি।

এছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে নানা ধরনের পিঠা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত সুস্বাদু মিষ্টান্ন বাঙালির ভোজনবিলাসের বিশেষ অংশ। এসব কারণে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের কারণে এই এলাকাটিকে দূরদূরান্ত থেকে অনেক খাদ্য-পর্যটককে আকৃষ্ট করেছে।

শুধু তাই নয়, পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্বের অনেক বিখ্যাত শেফের মধ্যে বাংলাদেশী শেফরাও তাদের গুণাবলী এবং দক্ষতার গুণে তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী খাবার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছে।

জাতিসংঘের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির একটি অংশ এবং ঐতিহ্যের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে ভোজনবিলাসী পর্যটকদের পথ দেখায়। ভোজনবিলাসীদের জনপ্রিয় খাবার, পর্যটন শিল্প এবং পর্যটন সংস্কৃতির বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় ঐতিহ্য এবং এর বৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সহায়তা করে। সবদিক বিবেচনা করলে আমরা গর্বের সাথে দাবি করতে পারি যে দুই বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবার বিশ্বের সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারের তালিকায় রয়েছে।

সম্প্রতি পর্যটন বিশেষজ্ঞরা বর্তমান প্রবণতাগুলির উপর আলোকপাত করে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে সফল মডেল ও কেস স্টাডি উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য পর্যটনের চ্যালেঞ্জ, সর্বোত্তম অনুশীলন, পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং উদ্ভাবনী পণ্যের প্রবর্তন। সেসব বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশও হতে পারে পর্যটন ভোজনবিলাসীদের একটি আদর্শ গন্তব্য।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

"বাংলাদেশকে পর্যটন গ্যাস্ট্রোনমি হিসেবে তুলে ধরার প্রধান কারণ হলো এটি একটি আদর্শ ভোজন-সংস্কৃতির গন্তব্য"। এই উক্তিটির যথার্থতা কতোখানি? মতামত সহকারে তার মূল্যায়ন করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 9 **Emergence of Bangladesh**

একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা

অনেক স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৯৪৭ সনে বৃটিশদের পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বপ্ন ঘুচে যায়। প্রথমে শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বাংলাকে কেড়ে নিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বানানোর ষড়যন্ত্র। শুধু তাই নয় এই আন্দোলনকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বাংলাকে আরবী অক্ষরে লেখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সারাদেশব্যাপী এর বিরদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারীতে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পাকিস্তান সরকার ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এতে অনেক ছাত্র শহীদ হন। সেদিন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয়।

বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় এক কালজয়ী ইতিহাসের। বাঙালির যা কিছু অর্জন, তার পুরোটারই পটভূমি হিসেবে রয়েছে অমর একুশে অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। বীরের রক্ত আর মায়ের অশ্রু, দেশবাসীর ভালোবাসা আর চৈতন্য, সংগ্রামশীলতা আর কষ্টস্বীকার এ দিনকে গড়ে তুলেছে। বিনিময়ে এ দিনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভবিষ্যতে চলার পথের ইঙ্গিত আর একত্রিত হওয়ার স্থান।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন যতই জটিল হয়ে উঠতে লাগলো, জনগণের মধ্যে ততই ভাষা সম্পর্কে সতর্কতা ও একে রক্ষা করার সংকল্প দৃঢ়তর হতে থাকলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটাই ছিলো একুশে ফেব্রুয়ারির অবদান।

একুশে ফেব্রুয়ারির আবেগ ও ঐক্য থেকে পরবর্তীকালে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিলো। একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগ পরবর্তীতে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিদের ব্যাপকভাবে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

একুশের আত্মত্যাগ ও চেতনা বাঙালি সমাজকে কতোখানি প্রভাবিত করেছে বলে তোমার মনে হয়? পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

END OF QUESTIONS

40

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2024 AQA and its licensors. All rights reserved.